পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

জানুয়ারী-জুন ২০২৫

বিভিন্ন ভাষাভাষী ও জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বৈচিত্র্যের ঐকতান

জাতীয় পর্যায়ে বৈচিত্র্য, শান্তি স্থাপন ও সম্প্রীতির লক্ষ্যে ঢাকার লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী-দের নিয়ে ২৩-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয় খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন বৈচিত্র্যের ঐকতান। কর্মসূচিতে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও পরিবেশ বিষয়ক চিত্রাঙ্কনেরও আয়োজন করা হয়।

২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি ধানমন্ডিতে জহির রায়হান চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও জাতিগোষ্ঠী বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। ডা. মং উষা থোয়াইয়ের সভাপতিত্বে উদ্বোধনীপর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা। আলোচক ছিলেন এমএম আকাশ; জনউদ্যোগ আহ্বায়ক ও আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ডা. মুশতাক হোসেন; এবিএম শামসুল হুদা ও ডা. দিবালোক সিংহ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইইডির ঊর্ধ্বতন সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়।

প্রধান অতিথি উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রথম ভাষা তার মাতৃভাষা, আমারও তাই। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ভাষায় তার পারঙ্গমতা তৈরি হতে পারে। এগুলোতে ভুল করলে কোনো বেদনা নেই। কিন্তু মাতৃভাষা চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে, এতে ভুল করা উচিত না।

ডা. মুশতাক হোসেন বলেন, এ চলচ্চিত্র আমাদের বহুত্ববাদী বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে। এমন প্রদর্শনী সরকারি ও সামাজিক উদ্যোগে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। প্রদর্শনীতে চলচ্চিত্রের পাশাপাশি আইইডি নির্মিত ৩টি ডকুমেন্টারিও দেখানো হয়।

রিভারশোর স্পোর্টস অ্যারেনায় ২৫ ফেব্রুয়ারি শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিবেশ বিষয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন স্কুলের পিছিয়েপড়া পরিবারের ৫২ শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়। উপস্থিত ছিলেন চিত্রশিল্পী আবদুল মান্নান, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, জাহিদ মুস্তাফা, সৌল হাচ্চা, জয়তু চাকমা ও রফি আহমেদ চঞ্চল। সকাল ১০টায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন চিত্রশিল্পী আবদুল মান্নান। তিনি বলেন, এখনকার শিশুরা ভাগ্যবান। তারা আজ আঁকার সুযোগ পাচ্ছে, শিশুমনের বিকাশ হচ্ছে।

২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের নিয়ে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করেন আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মদ খান।

বক্তব্য রাখেন অভিনেতা ও আবৃত্তিকার জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আকমল হোসেন, আইনজীবী তানিয়া নাহার, ডা. মুশতাক হোসেন, পরিবেশবার্তা সম্পাদক ফেরদৌস আহমেদ উজ্জল এবং আদিবাসী নেতা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যসচিব অনন্ত ধামাই।

নুমান আহম্মদ খান বলেন, জাতিগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির মিশ্রণে আমাদের সমাজ। পারস্পারিক বোঝাপড়া, আধুনিক ও বহুত্ববাদী মনোগঠন তৈরি করে আমরা সমমর্যাদার সমাজ গড়তে চাই। এক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বহু জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের সম্মিলনে এই কলেজ বহুত্ববাদ চর্চায় ভূমিকা পালন করছে। আইইডি এমন আয়োজনে সহায়তা করতে পেরে আনন্দিত।

এরপর অনুষ্ঠিত হয় ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের পৃথক সম্প্রীতি ফুটবল ম্যাচ, প্রতীকী সাইকেল রেস ও আইইডি সংগঠিত কিশোরী দলের কারাতে প্রদর্শনী। খেলাধুলাপর্ব শেষে ছিল সাংস্কৃতিক আয়োজন।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ২৮ ফেব্রুয়ারি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মচারী ও অতিথিদের নিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন নুমান আহম্মদ খান। বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটির প্রক্টর ড. শেখ মুহাম্মাদ আল্লাইয়ার, ডা. মুশতাক হোসেন, অধ্যক্ষ আকমল হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে এই অনুষ্ঠান বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। শিক্ষার্থীরা সহমর্মিতা ও সহাবস্থানের গুরুত্ব অনুধাবন করলে সমাজ উপকৃত হবে। মননের বিকাশ ও সম্প্রীতির বিস্তারে খেলাধুলা এবং সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। পরে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নারী শিক্ষার্থীদের সম্প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। শেষে শিক্ষার্থীরা আবৃত্তি, গান, নাচ ও নাটক পরিবেশন করেন।

জানুয়ারী-জুন ২০২৫

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

বৈচিত্র্যের ঐকতান কর্মসূচির আরও ছবি

আইইডির আয়োজনে কেন্দ্র পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা

স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে আইইডির যশোর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রের আয়োজনে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও বিশ্লেষণী দক্ষতা বৃদ্ধি এই আয়োজনের লক্ষ্য।

যশোর কেন্দ্রের আয়োজনে ১৭ ফেব্রুয়ারি শহরের শংকরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিতর্কের প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে যশোর জিলা স্কুল, যশোর কালেক্টরেট স্কুল, সখিনা বালিকা বিদ্যালয় ও শংকরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। প্রথম পর্ব থেকে যশোর জিলা স্কুল ও সখিনা বালিকা বিদ্যালয় চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত হয়।

প্রতিযোগিতা সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র যশোর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রমিক নেতা মাহবুবুর রহমান মজনু। বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রবীণ সাংবাদিক বীর মুক্তিযোদ্ধা রুকুনউদ্দৌল্লাহ, অধ্যাপক সুরাইয়া শরীফ, অ্যাডভোকেট সৈয়দা মাসুমা বেগম, বিতর্ক পরিচালনা পর্ষদের আহবায়ক লেখক ও সাংবাদিক হাবিবুর রহমান মিলন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শংকরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এসএম নজরুল ইসলাম, যশোর জিলা স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. জামাল উদ্দিন এবং আইইডির যশোর কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক বীথিকা সরকার।

২৪ ফেব্রুয়ারি যশোর প্রেসক্লাব যশোর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় চূড়ান্ত পর্ব। বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল "সামাজিক অসচেতনতাই কিশোর অপরাধের একমাত্র কারণ"। এর পক্ষে বিতর্ক করে সখিনা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাইয়ান ইকরা, জুবাইদা রাসেল জয়া, সাদিকা আফরিন। বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে যশোর জিলা স্কুলের শিক্ষার্থী রুদ্র রায়, মো. আবিদ আনোয়ার ও শুভজিৎ সরকার। বিতর্ক পরিচালনা পর্ষদের আহ্বায়ক লেখক ও সাংবাদিক হাবিবুর রহমান মিলনের সভাপতিত্বে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক বীর মুক্তিযোদ্ধা রুকুনউদ্দৌল্লাহ, নারী নেত্রী অধ্যাপক সুরাইয়া শরীফ। চূড়ান্ত পর্বে যশোর জিলা স্কুল বিজয়ী হয়।

'আমি তোমার মতামতের সঙ্গে একমত নাও হতে পারি, কিন্তু তোমার মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে পারি'- ভলতেয়ারের এই বিখ্যাত উক্তিকে উপজীব্য করে ময়মনসিংহ কেন্দ্রের আয়োজনে ২৬ ফেব্রুয়ারি বিতর্ক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয় শহরের নাসিরাবাদ কলেজ অডিটরিয়ামে। এতে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বপন ধর।

কলেজ পর্যায়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বে ৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্ত পর্বে আনন্দমোহন কলেজকে হারিয়ে বিজয়ী হয় ময়মনসিংহ সরকারি কলেজ।

জানুয়ারী-জুন ২০২৫

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

মিমকে বাল্যবিয়ের কবল থেকে উদ্ধার করলেন সংগঠিত নারীরা

যশোরের কাজীপাড়া এলাকার মিমের বয়স ১৩। আইইডি সংগঠিত কিশোরী দলের সদস্য মিম শহরের আঞ্জুমান আরা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। তার মা গৃহকর্মী আর বাবা বিস্কুট কারখানার শ্রমিক। নিম্নবিত্ত পরিবারটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছিল কাজীপাড়া বটতলা এলাকার ১৯ বছর বয়সী আবদুল্লাহর সঙ্গে। সে গাড়ি ধোয়ার কাজ করে। পাত্রের বাবা রিকশাচালক করিম হোসেন মিমের বাবার বন্ধু। করিমের বাড়িতেই আয়োজন করা হয় বিয়ের অনুষ্ঠান।

বিয়েতে রাজি না হওয়ায় মিমকে মারধরও করে তার বাবা। এদিকে জানা যায়, আবদুল্লাহ মাদকাসক্ত এবং সে আগেও একটি বিয়ে করেছিল। প্রথম স্ত্রী ছেড়ে যাওয়ায় আবদুল্লাহর বাবা তাকে ফের বিয়ে করানোর জন্য উঠেপড়ে লাগে। অভিযোগ, অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে সে মিমের বাবাকে মেয়ের বিয়ে দিতে প্ররোচিত করে।

খবর পেয়ে কাজীপাড়া এলাকার আইইডি সংগঠিত 'শাপলা' ও 'বাঁচতে শেখা' নারী দলের সদস্যরা মিমকে উদ্ধার করেন। ক্লাস্টার কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি তারা আইইডি যশোর কেন্দ্রে জানান।

বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করা হয় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ যশোর জেলা কমিটির লিগ্যাল এইড সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুন নাহার কণার সঙ্গে। তার সহায়তায় ২৬ জানুয়ারি কাজীপাড়া এলাকায় এই বাল্যবিয়ের বিষয়ে সালিশ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে আইনজীবী কামরুন নাহারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আইইডি যশোর কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক বীথিকা সরকার, ক্লাস্টার কমিটি, নারী দল, পুরুষ দল ও কমিউনিটি ফোরামের সদস্যরা। ডাকা হয় পাত্রের বাবা, বড় ভাই ও ফুপু এবং মেয়ের মা ও বাবাকে।

উপস্থিত সবার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়- পাত্র-পাত্রী উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের বিয়ে আইনসম্মত নয়, আবদুল্লাহ তার স্ত্রীকে তালাক দেবে এবং তা তিন মাস পরে কার্যকর হবে, বরের বাবাকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং সেই অর্থ মেয়েটির নামে জমা করা হবে। সবগুলো সিদ্ধান্তে উপস্থিত সবার সামনে সম্মতিজ্ঞাপন উভয়পক্ষ স্ট্যাম্পে সই করে।

সমাজে নারী নির্যাতন ও সহিংসতার ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা, পাচার ও এ ধরনের ঘটনায় আইনি সহায়তার বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে আইইডি ক্লাস্টার কমিটি। বাল্যবিয়ের মতো ঘটনায় তারা দল ও এলাকা পর্যায়ে কাজ করে থাকে। পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সালিশ অথবা সমঝোতার মাধ্যমে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং নির্যাতনের মতো ঘটনাগুলোর সমাধান করা হয়।

ময়মনসিংহে নারীদের সামাজিক সমাবেশ

'নারীর মন এক মহামূল্য ধন সুখের পৃথিবী গড়ার কারণ'-স্লোগানে দিনব্যাপী বার্ষিক সামাজিক সমাবেশের আয়োজন করে আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্র। সমাবেশের উদ্দেশ্য ছিল মেলা ও খেলাধুলার মাধ্যমে নারীদল সদস্যদের মধ্যে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি।

১৪ জানুয়ারি ২০২৫ নগরীর বলাশপুর আবাসন প্রকল্প প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক নুর নাহার বেগম। উপস্থিত ছিলেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ময়মনসিংহের উপপরিচালক নাজনীন সুলতানা, নারী ফোরাম ময়মনসিংহের উপদেষ্টা ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন ও আহ্বায়ক সৈয়দা সেলিমা আজাদ এবং কমিউনিটি ফোরামের নেতারা।

নাজনীন সুলতানা বলেন, 'নারীদের নিয়ে এ ধরনের কর্মসূচি সত্যিই প্রশংসনীয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বিভিন্ন সেবা বা প্রশিক্ষণ পেতে আপনারা নির্ভয়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন। আমি আপনাদের সব ধরনের সহযোগিতা করব।"

১০ ধরনের খেলাধুলার মধ্যে একেকজন নারীর সর্বোচ্চ তিনটিতে অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। সব সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কিছু নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়। তবে 'যেমন খুশি তেমন সাজ' এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সবার অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। ১০টি খেলায় অতিথি, নারী নেত্রী, কমিউনিটি ফোরাম সদস্য, পুরুষ দলের সদস্য পর্যায়ক্রমে বিচারক ছিলেন। ১০টি খেলায় বিজয়ী ৩০ জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়। সার্বিক আয়োজনে নারীদলের পাঁচজন সদস্য স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সহযোগিতা করেন। 'যেমন খুশি তেমন সাজ'-তে নির্যাতিত নারীর চরিত্রে স্মৃতি আক্তার, ফেরিওয়ালা মায়ের ভূমিকায় বিনা এবং স্বাস্থ্যকর্মী চরিত্রে রিপা অভিনয় করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একক নৃত্য পরিবেশন করেন ছোঁয়া। নারীদলের একাধিক উদ্যোক্তা স্টলে নিজেদের তৈরি খাবার বিক্রি করেন।

অংশগ্রহণের অনুভূতি জানিয়ে নারীরা বলেন, এমন খেলাধুলা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ সচরাচর হয় না। এমন সুযোগ করে দেওয়ায় তারা আইইডিকে ধন্যবাদ জানান।

জানুয়ারী-জুন ২০২৫

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

ফোক সেন্টারে জীবনজয়ী-জনউদ্যোগ যৌথ কর্মশালা

বিদ্বেষ, ঘৃণা থেকে দূরে সরে অনলাইনে আনন্দময় কন্টেন্ট তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আইইডির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদার প্রতিষ্ঠিত প্ল্যাটফর্ম জীবনজয়ী। শত নেতিবাচকতার বাইরে মানুষকে অনলাইনে ইতিবাচক লেখা, ছবি, ভিডিও ইত্যাদির সন্ধান দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে তারা নাগরিক প্ল্যাটফর্ম জনউদ্যোগের সঙ্গে চিন্তা ও সহযোগিতা বিনিময়ের জন্য কর্মশালার আয়োজন করে।

গত ১৫ মার্চ ও ২৪ এপ্রিল রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ফোক সেন্টারে দু'টি যৌথ কর্মশালার আয়োজন করে জীবনজয়ী ও জনউদ্যোগ।

প্রথম কর্মশালায় আইইডির সিনিয়র কোঅর্ডিনেটর জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, আইইডি সারাদেশে নাগরিকদের সংগঠিত করে জনউদ্যোগ প্লাটফর্ম গড়ে তুলেছে। এ ছাড়া প্রবীণের অভিজ্ঞতা ও নবীনের শক্তি'- এই চিন্তা নিয়ে আইইডি ফোক সেন্টার তৈরি করেছে। এখানে সবাই বসবে, কথা বলবে, চিন্তা বিনিময় করবে, কাজের পরিকল্পনা করবে। সমাজের নতুন মনোগঠন তৈরিতে সমাজ-সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে কাজ করার জন্য ফোক সেন্টার কাজ করে। যেকোনো ব্যক্তি এখানে যেকোনো চিন্তার বিনিময় করতে পারেন।

জনউদ্যোগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসচিব তারিক হোসেন বলেন, আমরা সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে নিয়ে কাজ করতে চাই। জনউদ্যোগ দীর্ঘদিন নাগরিকদের নিয়ে কাজ করছে, তাদের অনেক অভিজ্ঞতার গল্প আছে। আমরা আজ জীবনজয়ীর সঙ্গে বসেছি। তাদের কাছে থাকা গল্পগুলো শুনব।

জনউদ্যোগ সদস্য জীবনানন্দ জয়ন্ত বলেন, প্রত্যেকটা মানুষের কিছু না কিছু ভাবনা আছে। সবকিছুর পেছনেই আছে পরিবর্তনের লক্ষ্য। সেই ভাবনার জায়গা থেকে জনউদ্যোগ কাজ করছে। আমরা সেই বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি যেখানে প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে। আমরা সেই জায়গা তৈরি করতে চাই যেখানে মানুষ অধিকার পাবে, নিরাপত্তা পাবে। জনউদ্যোগের পক্ষ থেকে জীবনজয়ীর কাছে চাওয়া তারা যেন সেই মনোগঠন তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

ড. শান্তনু মজুমদার বলেন, জীবনজয়ীর কাজ চলছে। আমাদের ইউটিউব চ্যানেলেও ইতিবাচক কন্টেন্ট তৈরি করব। ব্যাপারটা হলো মরুভূমির বুকে মরুদ্যান বানাতে চাওয়ার মতো। এছাড়া অডিওতে থাকছে- কবিতা, রূপকথা ইত্যাদি। আমরা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে কন্টেন্ট সংগ্রহ করব। কোনো একটি মন ভালো করে দেওয়া ছবিও আমাদের সাইটে থাকবে। জীবনজয়ীর আরেকটা উদ্যোগ হলো দুজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষকে গল্প করতে একত্রে বসানো। আমরা পরবর্তীকালে তাদের কাছ থেকে শুনে পুরো অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করব। আইইডি ও জনউদ্যোগ যেভাবে আজ সহায়তা করেছে তাতে আমাদের কাজের অনুপ্রেরণা আরও বেড়ে গেল। আশা করি ভবিষ্যতেও আমরা তাদের সবসময় পাশে পাব। জীবনজয়ী ফোক সেন্টারে আরও বড় পরিসরে কর্মশালা বা এ ধরনের আয়োজন করতে আগ্রহী।

জীবনজয়ীর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বিদ্বেষ, ঘৃণা থেকে দূরে সরে জীবনজয়ী আনন্দময় কন্টেন্ট তৈরি করতে চায়। এই ওয়েবসাইটে এসব থাকবে না। লেখনীতে জীবনের জয়গান, গুনগান থাকবে। দুঃখ, অতৃপ্তি থাকবে না, এই ওয়েবসাইটে পাঁচ মিনিটের জন্য এলেও মানুষ যেন একটা সুখানুভূতি পেতে পারে।

চলচ্চিত্রকার আজমীর তারেক বলেন, জীবনে চলার পথে আমরা প্রতিদিন অজস্র ছোট ছোট ঘটনা আর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। যেমন মেট্রোরেলে প্রতিটি মানুষ খুব অল্প সময়ের জন্য ওঠেন। সেই সামান্য সময়ে খুব ছোট ছোট কিন্তু হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া ঘটনা ঘটে। আমরা সেগুলো তুলে আনতে পারি।

কর্মশালার অংশগ্রহণকারীরা মুক্ত আলোচনায় বলেন, আমরা এই কর্মশালায় এসে অনেক সমৃদ্ধ হয়েছি। চিন্তা ও কাজের উদ্দীপনা পেয়েছি। আমাদের প্রস্তুতি এবং লেখা ও সম্পাদনার কাজ অব্যাহত রাখব।

দ্বিতীয় কর্মশালায় আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মদ খান তার জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং জীবনজয়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার ভোটিং প্যাটার্ন সম্পর্কে তাদের গবেষণা উপস্থাপন করেন।

গাইবান্ধায় সাঁওতাল নারীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উৎসব

'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'- স্লোগানে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ সাঁওতাল নারীদের ফুটবল প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক উৎসব উদযাপিত হয়। জেলা পরিষদের সহযোগিতায় উপজেলার কাটাবাড়ী ইউনিয়নের তালতলা মাঠে যৌথভাবে এর আয়োজন করে জনউদ্যোগ ও আদিবাসী-বাঙালি সংহতি পরিষদ।

অনুষ্ঠানে আদিবাসী-বাঙালি সংহতি পরিষদের সদর উপজেলার আহ্বায়ক গোলাম রব্বানী মুসার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী অফিসার মো. আব্দুর রউফ তালুকদার, ইউএনও সৈয়দা ইয়াসমিন সুলতানা, কাটাবাড়ী ইউপি চেয়ারম্যান জোবায়ের হাসান মো. শফিক মাহমুদ, পরিবেশ আন্দোলন-গাইবান্ধার আহ্বায়ক ওয়াজিউর রহমান, সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটির সভাপতি ফিলিমন বাস্কে, জনউদ্যোগ গাইবান্ধার সদস্যসচিব প্রবীর চক্রবর্তী, পূজা উদযাপন পরিষদের গৌড় চন্দ্র পাহাড়ী প্রমুখ। খেলায় মাদার তেরেসা প্রমীলা ফুটবল একাডেমি পাল্লো কিশোরী ক্লাব অংশ নেয়। এতে মাদার তেরেসা একাডেমি ২-০ গোলে বিজয়ী হয়। সাংস্কৃতিক উৎসবে সাঁওতাল নারীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী নাচ-গান পরিবেশনার মাধ্যমে নিজস্ব সংস্কৃতি তুলে ধরেন।

জানুয়ারী-জুন ২০২৫

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

আত্মরক্ষার কৌশল শিখে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে কিশোরীরা

আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ বাড়ায় আত্মবিশ্বাস। সঙ্গে বাড়ে শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা ও কর্মস্পৃহা। আইইডি ময়মনসিংহ ও যশোর কেন্দ্রের আয়োজনে জানুয়ারিতে দুই শহরের কিশোরী শিক্ষার্থীদের নিয়ে আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

৯ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৮টায় ময়মনসিংহ লেডিস ক্লাব মাঠে আত্মরক্ষা ও আত্মবিশ্বাস তৈরিতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলা এ প্রশিক্ষণে অংশ নেয় কৃষ্টপুর, র‍্যালির মোড় ও চরপাড়া এলাকার ১২-১৭ বছর বয়সী ২০ জন কিশোরী। প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৮টা থেকে এক ঘণ্টা কিশোরীদের আত্মরক্ষার নানান কৌশল শেখান প্রশিক্ষক বাদল লাল দাস।

২৮ জানুয়ারি প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন, নারী ফোরামের যুগ্ম আহবায়ক সুরাইয়া ইয়াসমিন ঋতু, আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক নূর নাহার বেগম, উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. শাখা য়াত হোসেন প্রমুখ।

প্রশিক্ষণের অনুভূতি ব্যক্ত করে অংশগ্রহণকারী কিশোরী সুইটি জানায়, এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে আমাদের মনোবল বেড়েছে। আমরা এখন নির্ভয়ে পথ চলতে পারব এবং আত্মরক্ষা করতে পারব।

প্রশিক্ষক বাদল লাল দাস বলেন, প্রশিক্ষণ নিয়ে যে যত বেশি চেষ্টা ও অনুশীলন করবে এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে থাকবে সে তত বেশি সফল হবে। নিয়মের মধ্যে থেকে সঠিকভাবে চর্চা করলে কিশোরীদের শারীরিক মানসিক উন্নতি হবে। যেকোনো কাজের স্পৃহা বেড়ে যাবে।

নারী ফোরাম ময়মনসিংহের যুগ্ম আহ্বায়ক সুরাইয়া ইয়াসমিন ঋতু বলেন, আত্মরক্ষায় প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থীদের মনে কোনো ভয় থাকবে না। এটি আইইডির একটি বড় ধরনের উদ্যোগ।

নারী ফোরাম ময়মনসিংহের উপদেষ্টা ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন বলেন, আজ তোমাদের এ প্রশিক্ষণ দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। মেয়েরা এখন ক্রিকেট, ফুটবল থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। তোমরাও এগিয়ে যা , লেখাপড়া করে বড় হও, মানুষের মতো মানুষ হও।

আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক নুর নাহার বেগম বলেন, শুধু এ ১৬ দিন ক্লাস করলেই হবে না। এ চর্চা নিয়মিত চালিয়ে যেতে হবে এবং আগে যারা শিখেছে তাদের সঙ্গে মাসে অন্তত একবার অনুশীলন করতে হবে।

কেন্দ্রের উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. শাখাওয়াত হোসেন সমাপনী বক্তব্যে বলেন, প্রশিক্ষণটি বর্তমানে মেয়েদের জন্য একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। তবে চর্চাটা ধরে রাখতে হবে।

এদিকে, সংস্থার যশোর কেন্দ্রের আয়োজনে আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ৭-২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। ১৬ দিনের এই প্রশিক্ষণে অংশ নেয় শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ২০ কিশোরী। প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার কারাতে পরিষদের কোচ মো. আনোয়ার হোসেন। ২৮ জানুয়ারি শহরের টালিখোলা এলাকায় প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে যশোর কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক বীথিকা সরকারের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেখক ও সাংবাদিক হাবিবুর রহমান মিলন, মহিলা পরিষদের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুন নাহার কণা এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কিশোরীদের অভিভাবক ও স্থানীয়রা।

আইইডি যশোর কেন্দ্রের আয়োজনে এ পর্যন্ত পাঁচটি ব্যাচে ধারাবাহিকভাবে শতাধিক কিশোরী আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ নিয়েছে।

IED
জানুয়ারী-জুন ২০২৫

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

আইইডিতে আইপি নেটওয়ার্ক সভা

ঢাকায় বসবাসরত আদিবাসী ব্যক্তি ও সংগঠনগুলোর মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, আদিবাসী ইস্যুতে করণীয় নির্ধারণ ও আদিবাসী-বাঙালি মিথস্ক্রিয়া সুদৃঢ় করতে ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)-এর উদ্যোগে ২৯ এপ্রিল সংস্থার এইচকেএস আরেফিন সভাকক্ষে আইপি নেটওয়ার্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. গজেন্দ্রনাথ মাহাতো'র সভাপতিত্বে সভায় সঞ্চালনা করেন আইইডি'র ঊর্ধ্বতন সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। এতে আদিবাসী নেতা, আদিবাসী ছাত্র-যুবনেতা ও শিক্ষার্থী এবং কাপেং ফাউন্ডেশন, বারসিক ইত্যাদি বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার ২১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনার শুরুতে প্রাণবৈচিত্র্য গবেষক পাভেল পার্থ সভার ধারণাপত্র পাঠ করেন এবং সেই আলোকে সবাইকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করেন।

আইইডি'র ঊর্ধ্বতন সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় আদিবাসী ইস্যুতে আইইডি'র বিগত সময়ে গৃহীত পদক্ষেপ, কর্মসূচির অগ্রগতি ও বর্তমান কর্মসূচি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, আইইডি সূচনালগ্ন থেকেই আদিবাসীদের উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকারের বিষয়টি অগ্রাধিকার তালিকায় রেখেছে। আদিবাসীদের দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় এ যাবৎ পাঁচটি জেলার ২০০ জন ঝরে পড়া বেকার আদিবাসী যুবকে আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এছাড়াও ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় মানবাধিকার কর্মী তৈরি ও সক্রিয় করেছে।

তিনি আরও বলেন, আগামীতে আদিবাসী ইস্যুতে জাতীয়ভাবে কী করা যায়, বাঙালি বন্ধু যারা আদিবাসী ইস্যুতে সোচ্চার সবাই মিলেই আমাদের সুনির্দিষ্ট করণীয় নির্ধারণ করতেই এই সমন্বয় সভার আয়োজন।

কাপেং ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি মঞ্জুনী চাকমা বলেন, আদিবাসীদের পরিবার ও সমাজ থেকে নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, প্রথা উঠে যাচ্ছে। এতে আমাদের সমাজের মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ি সমাজে এখন নানামাত্রায় বিভাজন দেখা যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে নতুন প্রজন্মের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাজ করছে।

প্রাণবৈচিত্র্য গবেষক পাভেল পার্থ বলেন, আদিবাসী সমাজে শ্রেণি চরিত্র সম্পর্কে তেমন ধারণা দেখা যাচ্ছে না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বরং অনেক বাঙালি আদিবাসী ইস্যুতে চিন্তিত, সোচ্চার ভূমিকা রাখছে। অথচ আজকাল আদিবাসী শিক্ষার্থীরা নিজ ইস্যু, অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। তিনি আইইডি'র প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, আপনারা যাদের নিয়ে কাজ করছেন তাদের মধ্যে এই মনোগঠন তৈরি করা যায় কি না ভেবে দেখতে পারেন।

আদিবাসী শিক্ষার্থী নিতাই পাহান বলেন, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইংরেজি ভাষা শেখা প্রয়োজন। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আদিবাসীদের সচেতন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী জয়ন্ত ভানু বলেন, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অধিকাংশ মানুষ আয় উপার্জনের দিকেই বেশিমাত্রায় ঝুঁকছে। কিন্তু শিক্ষার দিকে তাদের তেমন মনোযোগ নেই। আদিবাসীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করতে সমাজে পিতামাতা, অভিভাবক, তরুণ সমাজ তথ্য দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

ছাত্রনেতা বিভূতিভূষণ মাহাতো বলেন, আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করতে আইইডি'র ফেলোশিপ (বৃত্তি) একটি খুবই ফলপ্রসূ ও কার্যকর উদ্যোগ। আমরা চাই এই উদ্যোগ আরও প্রসার লাভ করুক।

বর্তমান বিশ্বে আদিবাসীদের টিকে থাকতে হলে নানামুখী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা ভূমি অধিকার, সাংবিধানিক স্বীকৃতির আন্দোলন আদিবাসীদের দীর্ঘমেয়াদি সুফল আনবে না। তাই যুগের সাথে তাল মেলাতে হলে কারিগরি, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, যোগাযোগ সক্ষমতা ও লিংকেজ তৈরিতে সচেষ্ট হতে হবে, বলেন আইইডি'র নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মদ খান।

এ সময় আদিবাসী শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি, বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে নানামুখী মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

জনউদ্যোগের আয়োজনে শেরপুরে প্রথমবারের মতো হাইকিং

'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' স্লোগানে শেরপুরে স্কাউট ও রোভারদের নিয়ে হাইকিং কর্মসূচির আয়োজন করে জনউদ্যোগ। জেলায় এটিই প্রথম হাইকিং কর্মসূচি।

২২ জানুয়ারি ২০২৫ সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক তরফদার মাহমুদুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) হাফিজা জেসমিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোহাম্মদ রাজীব উল আহসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান ভূঁইয়া ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, বৈষম্যবিরোধী নেতা মামুনুর রহমান, জেলা স্কাউট ও জেলা রোভার কমিটির সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, জনউদ্যোগ সদস্য এবং নাগরিক প্রতিনিধিরা।

হাইকিংয়ে ১৩০ জন স্কাউট ও রোভার ৫টি দলে শহরের জনগুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালায়। পাশাপাশি তারা যানজট ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং সড়ক দুর্ঘটনারোধসহ জননিরাপত্তা, নাগরিক শৃঙ্খলা, শব্দ ও প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধ, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার মতো সচেতনতামূলক প্রচারণায়ও অংশগ্রহণ করে। বিকেলে শহরের চকবাজার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে তারা হাইকিংয়ের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা রোভারের সাবেক সম্পাদক মো. মুজিবুর রহমান, জেলা রোভার এডহক কমিটির সদস্য মিনহাজ উদ্দিন, জনউদ্যোগ শেরপুরের আহ্বায়ক মো. আবুল কালাম আজাদ, সদস্য সচিব হাকিম বাবুল, ইউনিট লিডার মতিউর রহমান প্রমুখ।

জানুয়ারী-জুন ২০২৫

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

প্রবীণের জন্য প্রবীণের ভালোবাসা

সমাজে আলাদা করে প্রবীণদের নিয়ে চিন্তাভাবনা কিংবা কাজ তেমন হয় না বললেই চলে। প্রবীণরা বরাবরই উপেক্ষিত থেকে যান। সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশে এই উপেক্ষা আর বঞ্চনার হার আরও বেশি। এ অবস্থায় 'প্রবীণ নারীর জন্য ভালোবাসা' স্লোগানকে সামনে রেখে বস্তিতে বসবাসরত প্রবীণদের উপহার সামগ্রী দিয়েছেন সমাজের একদল সামর্থ্যবান প্রবীণ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ৫ মার্চ দুপুরে রাজধানীর কল্যাণপুর পোড়াবস্তির কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টারে যৌথ আয়োজনে বস্তির ১০০ জন প্রবীণ বাসিন্দাকে উপহার সামগ্রী বিতরণ করে জনউদ্যোগ, এজিং সাপোর্ট ফোরাম ও ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাক ও পাক্ষিক অনন্যার সম্পাদক তাসমিমা হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেজর জেনারেল (অব.) জীবন কানাই দাস, জনউদ্যোগের আহ্বায়ক ডা. মুশতাক হোসেন, আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মদ খান। আরও উপস্থিত ছিলেন এজিং সাপোর্ট ফোরামের সভাপতি হাসান আলী, প্রশিকার চেয়ারম্যান রোকেয়া ইসলাম ও পুষ্টিবিদ ফাউন্ডেশনের জেনারেল সেক্রেটারি রেবেকা সুলতানা এবং আইইডির ঊর্ধ্বতন সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, সমন্বয়কারী সঞ্চিতা তালুকদার প্রমুখ।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তাসমিমা হোসেন বলেন, প্রবীণদের নিয়ে কেউ কাজ করতে চায় না। বিশেষ করে প্রবীণ নারীদের পাশে কেউ থাকতে চায় না। প্রবীণ নারীরা সমাজে অবহেলিত। আজ তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরে অনেক আনন্দিত বোধ করছি।

হাসান আলী বলেন, আমাদের ফোরাম দীর্ঘদিন যাবৎ প্রবীণদের নিয়ে কাজ করে। সবসময় প্রবীণদের সহযোগিতা করে আসছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে কেন্দ্র করে বস্তিতে বসবাসরত নিম্নআয়ের মানুষের জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

প্রবীণদের প্রতি সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ তৈরির বার্তা দেওয়াই এই আয়োজনের উদ্দেশ্য বলে জানান আয়োজকরা। নাগরিক প্ল্যাটফর্ম জনউদ্যোগও দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের সচেতনতা তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে।

কল্যাণপুর পোড়াবস্তিতে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সামাজিক পরিবেশ, একতা, শান্তি ও সহভাগিতা জোরদারকরণের লক্ষ্যে কল্যাণপুর পোড়াবস্তিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার আয়োজন করে আইইডি। উদ্বোধন ঘোষণা করেন সংস্থার আরেক সমন্বয়কারী সঞ্চিতা তালুকদার।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বিকেল ৩টায় পোড়াবস্তির বেলতলা মাঠে অনুষ্ঠিত আয়োজনে সঞ্চালনা করেন সংস্থার সমন্বয়কারী তারিক হোসেন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর সিবিও নেতা ও কমিউনিটি ফোরাম সদস্য মো. বেল্লাল হোসেন, এনডিভাসের ব্যবস্থাপক আঞ্জুমানআরা বেগম।

বস্তিতে কর্মরত সুবর্ণা স্কুলের শিক্ষক, আইইডি সংগঠিত নারীদল, যুব ফোরাম, কিশোরীদল ও তাদের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি পোড়াবস্তির বহুসংখ্যক নারী-পুরুষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানটি সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলা দুই পর্বে ভাগ করা হয়। কিশোরীদল ও যুব ফোরামের জন্য ছিল- দৌড়, নারীদল সদস্যদের জন্য ফুটবল স্ট্রাইকিং। প্রতিটি খেলায় ক্রমানুসারে তিনজনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। খেলাধুলার পর কিশোরী ও যুবরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে কিশোরীদল, যুবগ্রুপ ও নারীদলসদস্যদের গান, আবৃত্তি ও নৃত্যে। শেষভাগে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সংস্থার ঊর্ধ্বতন সমন্বয়কারী মো. হামিদুজ্জামান, সমন্বয়কারী তারিক হোসেন ও সহকারী সমন্বয়কারী আহমেদ শারজিন শরীফ।

জানুয়ারী-জুন ২০২৫

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

ব্লকভিত্তিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ 'স্ক্র্যাচ' শেখাচ্ছে আইইডি

বর্তমান পৃথিবীতে এগিয়ে থাকতে প্রয়োজন প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞান। কেবল প্রাথমিক জ্ঞানার্জনই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন প্রোগ্রামিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো বিষয়গুলোতে রীতিমতো দক্ষ হয়ে ওঠা। আইইডি মনে করে, শিশুকাল থেকেই সেই জ্ঞানের চর্চা শুরুর বিকল্প নেই। সে কারণেই ক্রিয়েটিভ লার্নিং উইদ স্ক্র্যাচ আন্ডার ইকুয়েটেবল ক্রিয়েটিভ কোডিং রিসোর্সেস (ইসিসিআর) প্রকল্পের আওতায় ব্লকভিত্তিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ স্ক্র্যাচ-এর সঙ্গে শিশু শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আইইডি। এর ফলে শিশুরা কোডিং সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠবে ও কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে শিখবে। সর্বোপরি এটি তাদের প্রযুক্তির দুনিয়ায় এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

২৭ এপ্রিল ২০২৫ ঢাকার মোহাম্মদপুরের খিলজী রোডে অবস্থিত সরকারি জামিলা আইনুল আনন্দ বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের 'স্ক্র্যাচ' সম্পর্কে ধারণা দিতে ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। ওয়ার্কশপটি দুটি সেশনে সকাল ১০টা ৪৫ থেকে ১২টা ১০ মিনিট পর্যন্ত চলে। এতে অংশ নেয় চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। ওয়ার্কশপের শুরুতে আইইডির ঊর্ধ্বতন সমন্বয়কারী মো. হামিদুজ্জামান ও প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর তাহমিনা খান শৈলী স্ক্র্যাচ প্রোগ্রাম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। এরপর শুরু হয় মূল সেশন।

সেশন দুটি পরিচালনা করেন সফটওয়্যার প্রকৌশলী নাসির খান সৈকত। তিনি শিশু শিক্ষার্থীদের স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে ধারণা দেন ও এই ল্যাঙ্গুয়েজ কী কাজে লাগে তা উদাহরণ দিয়ে হাতেকলমে দেখান। প্রজেক্টরের মাধ্যমে স্ক্র্যাচের বিভিন্ন মজার দিক শিশুদের সামনে তুলে ধরা হয় যাতে তারা আনন্দলাভের পাশাপাশি প্রোগ্রামিংয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

স্ক্র্যাচের ব্লকগুলো কীভাবে কাজ করে তা সরাসরি উপস্থাপনের পাশাপাশি এটি দিয়ে কীভাবে অ্যানিমেশন, ভিডিও ও গেম তৈরি করা যায় সে সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষার্থীদের দেখান নাসির খান সৈকত। প্রতিটি সেশনেই শিক্ষার্থীরা আগ্রহ নিয়ে অংশ নেয় ও শেষভাগে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং আরও ভালো করে রপ্ত করতে তিনি 'ছোটদের স্ক্র্যাচ প্রোগ্রামিং' বইটি শিক্ষার্থীদের পড়ার পরামর্শ দেন। এ সম্পর্কে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা হবে বলে জানান আইইডির সহকারী সমন্বয়কারী আহমেদ শারজিল শরীফ।

বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক প্রকাশ বিশ্বাস, আইসিটি শিক্ষক সোরেব আহমেদ, ইংরেজি বিভাগের বেবি নাজনীন ওয়ার্কশপ পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন। সার্বিক দেখভাল করেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মো. মোজাম্মেল হোসেন।

ময়মনসিংহে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ দক্ষতা প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্র।

১৬-২০ ফেব্রুয়ারি পাঁচ দিন আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্রে এ প্রশিক্ষণ চলে। এতে প্রশিক্ষক ছিলেন নারী উদ্যোক্তা বর্ণালী চক্রবর্তী। অংশ নেন গোহাইলকান্দি মীরবাড়ি, গোহাইলকান্দি খালপাড়, র‍্যালির মোড়, আবাসন, চরপাড়া এবং আকুয়া এলাকার ২০ জন নারী।

প্রশিক্ষণের প্রথম দিন কেক, বিস্কুট; দ্বিতীয় দিন চিকেন রোল, পটেটো স্প্রিং, রোল; তৃতীয় দিনে ডোনাট, মোমো; চতুর্থ দিন কাবাব, বার্গার এবং পঞ্চম দিন স্যান্ডউইচ, সমুচা তৈরি ও সংরক্ষণ পদ্ধতি শেখানো হয়। প্রশিক্ষণে উল্লিখিত খাবার প্রস্তুতের সরঞ্জাম, মিশ্রণ তৈরি, রান্না ও দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের কৌশল শেখানো হয়।

প্রশিক্ষক বর্ণালী চক্রবর্তী বলেন, "কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়লে বা পরামর্শের প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবেন। আমি সাধ্যমতো সহায়তা করব।"

সম্পাদক : নুমান আহম্মদ খান

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) কর্তৃক
কল্পনা সুন্দর, ১৩/১৪ বাবর রোড (৩য় তলা), ব্লক বি, মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং কারপাস থেকে মুদ্রিত
ফোন : (৮৮০-২) ৪১০২২৫৫০৯, ই-মেইল : ieddhaka@gmail.com ওয়েব: www.iedbd.org